কালের কণ্ঠ

তারিখ 17 MAY 2016
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ৫

সাভারে সমন্বয় সভায় তথ্য

ফ্যানের ভরে ভেঙে পড়ে স্কুলের ছাদ

নিজস্ব প্রতিবেদক, সাভার (ঢাকা) ▷

৯ ইঞ্চি দূরত্বে একটি করে চিকন রড দিয়ে স্কুলটির ছাদ তৈরি করা হয়েছিল। সেই ভবন এখন জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছে। সম্প্রতি স্কুলটির একটি কক্ষে ছাদের রডে বৈদ্যুতিক ফ্যান লাগানো হয়েছিল। ফ্যানটির সুইচ চালু করতেই রডসহ ভবনের ছাদের কিছু অংশ ধসে পড়ে। ভবনের এ নাজুক অবস্থায় কোনো শিক্ষার্থীই স্কুলে আসতে চায় না। কথাগুলো বলেন সাভারের নৈহাটী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক মো. সহিদ উজ্জামান। প্রাথমিক শিক্ষাসেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সচেতন নাগরিক কমিটি–সনাক, সাভার ও ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি) আয়োজিত সাভার উপজেলা মিলনায়তনে এক সমন্বয় সভায় গতকাল সোমবার সকালে তিনি এসব কথা বলেন। সমন্বয় সভার সার্বিক সহযোগিতায় ছিল সাভার উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্তৃপক্ষ।

সনাক, সাভারের সহসভাপতি অধ্যাপক দীপক কুমার রায়ের সভাপতিত্বে সাভার উপজেলার ১২১টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও স্কুল ম্যানেজমেন্ট কমিটির (এসএমসি) সভাপতিরা এ সমন্বয় সভায় অংশ নেন। অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন সাভার উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা সরকার আবুল কালাম আজাদ।

অনুষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য ছিল সনাক ও টিআইবির নির্ধারিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বাস্তবায়িত কর্মসূচি, অর্জন ও পরিকল্পনার বিষয়গুলো সাভারের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। এ লক্ষ্যে প্রাথমিক শিক্ষায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি বৃদ্ধি, সেবার মানোন্নয়ন ও সমন্বয় সাধনে সনাক, সাভারের অর্জন ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা এবং এসএমসির সভাপতিদের দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ে মাল্টিমিডিয়া ব্যবহারের মাধ্যমে উপস্থাপনা। উপস্থাপনাটি করেন টিআইবির প্রোগ্রাম ম্যানেজার সমাপিকা হালদার। এর আগে শুভেচ্ছা বক্তব্য দেন সনাকের শিক্ষাবিষয়ক উপকমিটির আহ্বায়ক প্রকৌশলী আব্দুল খালেক।

স্কুলগুলোর সভাপতি ও প্রধান শিক্ষকরা মুক্ত আলোচনা পর্বে অংশ নেন। আলোচনায় মিন্নাত আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্কুল ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আনিসুর রহমান বলেন, কিছু স্কুলে চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারী নিয়োগ দিয়ে সরকার সেটা আবার বন্ধ করে দিয়েছে। এটি সব বিদ্যালয়ে চালু থাকা প্রয়োজন। এ ছাড়া খেলাধুলার জন্য সরকারিভাবে বরাদ্দ থাকাও দরকার। তিনি বলেন, সভাপতি বা প্রধান শিক্ষককে না জানিয়ে স্কুলের শিক্ষকদের বদলি করা উচিত নয়। অনেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নির্মিত সাইক্লোন সেন্টারের দেয়ালগুলোতে গ্রিলের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

শিমুলিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের সভাপতি জানান, জরাজীর্ণ ভবনের কারণে অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা স্কুলে যেতে ভয় পায়। তা ছাড়া স্কুলে টয়লেট না থাকায় এ জন্য আশপাশের বাড়িতে যেতে হয়।